যুগান্তর

তারিখ .. SEP. 20 2000

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

যুগান্তর

।বিতে মঙ্গলবার (বাঁ থেকে) এক ছাত্রীকে শাসাচ্ছেন সহকারী প্রক্টর ড. আশরাফ ও শিক্ষক সমিতির সদস্য সাইফুল ইসলাম, শিক্ষার্থীর ওপর . সাজেদুল করিমের ছোট ভাই প্রভাষক মতির আক্রমণ এবং হামলাকালে এক ছাত্রকে জাপটে ধরেছেন তিন শিক্ষক

শাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর ভিসিপন্থী শিক্ষকদের হামলা

সিলেট ব্যুরো

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় অবরোধকারী সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ওপর ভিসিপন্থী শিক্ষকরা একযোগে হামলা চালিয়েছে। শিক্ষকদের হামলায় ৩ জন ছাত্র আহত হয়েছে। ভিসির অনুসারী শিক্ষকদের এরকম নগ্ন হামলায় ক্যাম্পাসের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী সবাই স্তম্ভিত। শাবি ইতিহাসে ছাত্রদের ওপর শিক্ষকদের আক্রমণের ঘটনা এই প্রথম। হামলার প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা ভিসি ও প্রক্টরের পদত্যাগ দাবি করেছে। বিভিন্ন মহল নির্লজ্জ এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ জানিয়েছে। ভিসি অপসারণ দাবিতে প্রগতিশীল শিক্ষকরা লাগাতার অবস্থান ধর্মঘট এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে। এদিকে শামীম হত্যার বিচার দাবিতে নিহতের মা-বাবা গতকাল ক্যাম্পাসে এসেছিলেন। জানা যায়, ক্যাম্পাস চালুর দাবিতে গত ৩১ আগস্ট থেকে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ধারাবাহিক আন্দোলন করে আসছে। পূর্ববর্তী ঘোষণার অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীরা গতকাল সকাল হামলা : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৬

হামলা : শিক্ষকদের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

৯টা থেকে শাবি অবরোধ করে। ভিসি অপসারণ আন্দোলনে থাকা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের অবরোধের খবর আগেই পেয়ে যাওয়ায় সকাল ৮টায় ক্যাম্পাসে ঢুকে পড়েন। পরে এ ধারার শিক্ষকরা ভিসি কার্যালয়ের সামনে লাগাতার অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেন.

এদিকে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষকদের গতকাল একই জায়গায় অবস্থান ধর্মঘট পালন করার কথা ছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে শিক্ষার্থীরা বাধা হয়ে দাঁড়াবে, তারা তা ভাবেননি। সকাল ৯টা থেকে সাধারণ শিক্ষার্থীরা প্রধান ফটক দিয়ে কাউকে ঢুকতে দেয়নি। এমতাবস্থায় প্রায় শ'দেড়েক শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী ফটকে আটকে পড়েন। এসময় গুলিতে নিহত শামীমের মা-বাবা ও পরিবারের লোকজন এলে কেবল তাদের ঢুকতে দেয়া হয়। এদিকে শিক্ষার্থীদের বাধার খবর পেয়ে প্রক্টর ড. সাজেদুল করিম ভিসিপন্থী গেট খোলার আদেশ দেন। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা তাদের শান্তিপূর্ণ অবস্থান ও দাবির কথা জানালে শিক্ষকরা অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। ভিসি রক্ষাকারী নামে পরিচিত বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষকরা এসময় গার্ডের কাছ থেকে চাবি নিয়ে গেট খুলে ছাত্রদের ওপর বিনা উস্কানিতে হামলা চালায়। প্রত্যক্ষদর্শী মতে, অসীম ক্ষমতাধর শিক্ষক ড. সাজেদুল করিমের নেতৃত্বে সহকারী প্রক্টর ও গণিতের সহযোগী অধ্যাপক ড. আশরাফ উদ্দিন, রসায়ন বিভাগের ড. সোবহান, গণিতের সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত দুই প্রভাষক ও ড. করিমের আপন ছোট ভাই মতিউর রহমান মতি এবং তার ভাতিজা রেজওয়ানুর রহমান শাওন, গণিতের সহকারী অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম, আইপিই বিভাগের প্রভাষক লুৎফুর রহমান, সমাজকর্ম বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও জামায়াত সমর্থক শিক্ষক ইসমাইল হোসাইনসহ ১০/১২ জন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ধরে লাথি, ঘুষি, থাপ্পড় মারতে থাকেন। একপর্যায়ে শিক্ষার্থীরা মাটিতে পড়ে গেলে পা দিয়ে মাড়াতে থাকেন। এমনকি মেয়েদের অশ্লীল গালাগাল করে এবং টানাহেঁচড়া করে। শিক্ষকদের হাত থেকে শিক্ষার্থীদের বাঁচাতে কেউই এগিয়ে আসেননি। একপর্যায়ে ছাত্রছাত্রীরা ফটকের সামনে সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়কে শুয়ে পড়লে হামলাকারী শিক্ষক ও পুলিশের দ্বিতীয় দফা হামলায় শিক্ষার্থীরা অবরোধ ছেড়ে পালিয়ে যায়। শিক্ষকদের হামলায় রমজানুর রহমান পিয়াস (আইপিই ৩/১), আশরাফুল আলম পরিসংখ্যান ৩/১), শিবলী সাদিক রুচি (আইপিই ৩/১) আহত হয়। হামলার একপর্যায়ে শিক্ষকরা সোহেল, জিম্মা এবং আশরাফ নামে ৩ জন ছাত্রকে জোরপূর্বক ধরে ক্যাম্পাসে নিয়ে আটকে রাখেন। পরে প্রক্টর অফিসে আটককৃতদের কাছ থেকে শিক্ষকদের ইচ্ছামতো দোষী সাব্যস্ত করে আন্দোলনকারীদের এবং বিরোধী পক্ষের শিক্ষকদের নাম লিখিয়ে নেন। আটককৃতদের মুচলেকা আদায় করে ৩ জনের মধ্যে একজনকে বিকাল সাড়ে ৪টায় ছেড়ে দেয়া হয়। হামলার প্রতিবাদে সাধারণ শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাস চালু, শামীম হত্যার বিচার দাবির পাশাপাশি নতুন করে বিতর্কিত ভিসির অপসারণ এবং প্রক্টরের পদত্যাগ দাবি করেছে। ঘটনার আকস্মিকতায় আবাসিক হলের ছাত্রছাত্রীরা হল ত্যাগ শুরু করেছে।

অন্যদিকে হামলার ঘটনার জন্য বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষকরা একবাক্যে ছাত্রদের দায়ী করেছেন। তাদের মতে, শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের লাঞ্ছনা এবং চরম দুর্ব্যবহার করেছে। এ ব্যাপারে প্রক্টর ড. সাজেদুল করিম ছাত্রদের ওপর হামলা এবং তার নেতৃত্ব দেয়ার কথা অস্বীকার করে যুগান্তরকে জানান, 'আমরা ৪ জনকে চিহ্নিত করে ৩ জন ছাত্রকে ডেকে এনেছি।

ক্যাম্পাসে নিহত শামীমের পরিবার

শামীম হত্যার বিচার দাবিতে গতকাল তার পরিবারের সদস্যরা শাবিতে এসেছেন। ক্যাম্পাসে এসে প্রথমে তারা শামীমের বিবিএ বিভাগে যান। ওখানে ক্যাম্পাসের কর্তব্যরত সাংবাদিকরা গেলে বিবিএ'র শিক্ষক বেলায়েত হোসেন সাংবাদিকদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন। পরে শাবি প্রেস ক্লাবে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে শামীমের পরিবারের সদস্যরা হত্যাকাণ্ডের জন্য শাবি প্রশাসনকে দায়ী করেন। এছাড়া তারা ভিসিকে নির্লজ্জ, বেহায়া আখ্যা দিয়ে বলেন, দীর্ঘ ৪ মাস ৫ দিনেও ভিসি আমাদের খোঁজ নিল না। তিনি আখের গোছাতে এবং নিজেকে রক্ষা করতে ব্যস্ত। শামীমের মা-বাবা ছেলের হত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত, স্মৃতির উদ্দেশ্যে কোন স্থাপনা নির্মাণের দাবি জানিয়ে হত্যা মামলা না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এসময় শামীমের মা রওশন আরা বেগম, বাবা হেকমত আলী, ছোট বোন হোসনে আরা, বড় মামা নজরুল ইসলামসহ পরিবারের আরও ৩/৪ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। পরিবারের সদস্যরা আন্দোলনরত শিক্ষকদের সঙ্গে দেখা করে তাদের বিপক্ষে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। শেষদিকে তারা শামীমের আবাসস্থল শাহপরাণ হলে তার কক্ষে গেলে এক বেদনাবিধুর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।